আবু সামির আল জর্দানি
এর সাক্ষাৎকার

ALHAYAT MEDIA CENTER

দাবিক ১০ হতে সংকলিত

আবু সামির আল জর্ডানি এর সাক্ষাৎকার

আল্লাহ "দাবিক"কে আবু সামির আল-জর্ডানির সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দিয়েছেন, যিনি জাওলানির শুরা কাউন্সিলের একজন প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। যখন আল্লাহ তাঁকে জাওলানি ফ্রন্টের আক্বীদাহ ও নীতির অসঙ্গতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করেন, তখনই তিনি জাওলানি ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে আরও সৌভাগ্য মণ্ডিত করেছেন খিলাফাহ'র ভূমিতে হাকিমিয়্যাহ (বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদ) দেখার তাওফিক দান করার মাধ্যমে। তিনি দাওলাতুল ইসলামের সারিতে ফিরে এসেছেন এবং নিম্নে তাঁর সাথে আমাদের কথোপকথন দেওয়া হলঃ

দাবিকঃ সাহাওয়াতের চক্রান্ত এবং এতে জাওলানি ফ্রন্টের অবদান সম্পর্কে আপনার কাছে কি তথ্য আছে?

আবু সামিরঃ জাওলানি ২০১৩ এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে আমার সাথে সাক্ষাত করেছিল এবং আমাকে জানিয়েছিল যে সে "ইসলামিক ফ্রন্ট" এবং এর ব্যাটালিয়ন সমূহের সাথে একটি মিটিং-এ উপস্থিত ছিল, যার মধ্যে "লিওয়া আত-তাওহীদ" এবং ফ্রি সিরিয়ান আর্মি এর কিছু ব্যাটালিয়নও ছিল। সে আমাকে জানাল যে, তারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি তাকে বললাম যে, "আপনাকে এই মিটিং এ কেন ডাকা হয়েছিল?" সে বলল, "বিষয়টি আমাকে প্রস্তাব করতে এবং আমার সাথে আলোচনা করতে কারণ আমি এই লড়াইয়ের একটি অংশ এবং দাওলাতুল ইসলামের কাছাকাছি।"। আমি তাকে বললাম, "তাতে আপনার উত্তর কি ছিল?" সে বলল, "আমি বলেছি যে, আমি অত্যাচারী সরকারের (আসাদ সরকার) এর বিরুদ্ধে ফ্রন্টকে পরিচালনা করব"। আমি বললাম, "তাহলে এটাই হল আপনার ভূমিকা"! সে বলল, "আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে, আমার এখানে ভূমিকা আছে"? তাই আমি তাকে বললাম, "আপনি কিছু ফ্রন্টলাইন পরিচালনা করতে চাচ্ছেন যা তাদের করায়ত্তে ছিল, এ কারণে যে তারা সেগুলো ছেড়ে দিক এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক বেশি পরিমাণে একত্রিত হোক"। তারপর ঠিক তাই ঘটেছিল এবং তা ২০১৪ এর ৩রা জানুয়ারিতে জাওলানির সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার প্রায় দশ দিন পরে ঘটে ছিল।[১]

বাস্তবে, এমনকি আমি "জাবহাত আন-নুসরা"র একজন নেতা আহমাদ যাক্কুরকে জাওলানির সাথে ওয়াকি-টকিতে কথা বলতে শুনেছি, যখন সে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিল, দাওলাতুল ইসলাম ও ফ্রি সিরিয়ান আর্মি সহ অন্যান্য গ্রুপের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। যাক্কুর তাকে বলল, "আমাদেরকে যুদ্ধে অবস্থানরত অন্যান্য দলের ভাইদের সাহায্য করতে হবে ও দাওলাতুল ইসলামের অত্যাচার থামাতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে"।

আমি এরকম আরও ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, "জাবহাত আন-নুসরা" এর কিছু নেতারা ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছিল এবং কিছু অঞ্চলে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল যেমন, হালাবের পশ্চিমাংশে হাম্মাওদাহ ও আবু যার আত-তিউনিসি এর ঘটনায়। [হাম্মাওদাহ ঐ অঞ্চলে জাওলানি ফ্রন্টের শীর্ষ নেতা]।

ইদলিবে একই ঘটনা ঘটে, যখন ফ্রি সিরিয়ান আর্মি দাওলাতুল ইসলামের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে হামলা পরিকল্পনা করছিল তখন আবু সুলাইমান আল-অস্ট্রেলিয়ান জাবহাত আন-নুসরার সৈনিকদের দাওলাতুল ইসলামকে সাহায্য করতে বাঁধা দেয়, তখন দাওলাতুল ইসলামকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। তাই আমি আবু সুলাইমান আল-অস্ট্রেলিয়ানকে ডেকে পাঠাই এবং তাকে বলি, "আপনি সেনা প্রেরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের দিকে ফ্রি সিরিয়ান আর্মির অগ্রসর হওয়াকে ঠেকাতে পারেন। পরের দিন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ঘিরে ফেলে এবং এর ভিতরে প্রবেশ করে ও অতিরিক্ত সৈন্য আসার পথ বন্ধ করে দেয় এবং ভিতরে দাওলাতুল ইসলামের সৈন্যদের সাথে লড়াই করে। এতে আমার সন্দেহের শুরু হল যে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি এবং "জাবহাত আন-নুসরা"র মধ্যে কোন গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল।

দাবিকঃ কখন আপনি এসব ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন?

আবু সামিরঃ আমার ব্যক্তিগত তদন্ত এবং ঘটনা সমূহকে প্রত্যক্ষ করার পর, আমার মনে হল যে "জাবহাত আন-নুসরা"র সম্পৃক্ততায় দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। তাই আমি নিজেকে দূরে রাখতে চাইলাম এবং দক্ষিণে চলে গেলাম। যাওয়ার পথে আমি এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি সংগ্রহ করলাম। যার মধ্যে আমি আবু আব্বাস আদ-দারির এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম,

আবু সোলাইমান আল অস্ট্রেলিয়ান
ফ্রি সিরিয়ান আর্মির এক মিত্র

১ সম্পাদকের নোট: জাওলানি ষড়যন্ত্রটির ব্যাপারে আগে থেকেই জানত কিন্তু সে তা দাওলাতুল ইসলামের কাছ থেকে গোপন রেখেছিল। বরং সে ষড়যন্ত্রটির পরিকল্পনায় এবং বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছিল, এমন একটি চক্রান্ত যা শামের জিহাদকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং যার ফলে মুহাজিরিন আর আনসারদের পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। পরে কেউ কেউ এই দাবী করার স্পর্ধা দেখাল যে তার ফ্রন্ট সাহাওয়াতে অংশ নেয়নি!

যে আর-রাক্কাহতে "জাবহাত আন-নুসরা"র নেতা ছিল। আমি তার সাথে আল'বু কামাল এলাকায় দেখা করলাম এবং আর-রাক্কাহতে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ জানতে চাইলাম। সে আমাকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল, কিভাবে সে এবং আহরার আশ-শাম, আবু ঈসা আর-রাক্কাওয়ী এর ব্যাটালিয়ন (লিওয়া থু'ওয়ার আর-রাক্কাহ) -যারা জাবহাত আল-নুসরাকে বাইয়াহ প্রদান করেছিল- সহ অন্যান্য ব্যাটালিয়ন এক মত হয়। আবু ঈসা ও তার যোদ্ধারা এখন দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পি.কে.কে এর সাথে 'আইন আল-ইসলামে' অবস্থান করছে। আবু আব্বাস আদ-দারির আমাকে বলল, "কারণ তারা আবু সা'দ আল-হাদরামিকে হত্যা করেছে"। সে ঘটনাকে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে চাইল যে, এটা ছিল হাদরামিকে হত্যার প্রতিক্রিয়া।[২]

আমি তাকে বললাম, "আপনি কেন এই নির্দিষ্ট সময়কে বেছে নিলেন, যখন দাওলাতুল ইসলাম ও ফ্রি সিরিয়ান আর্মি সহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অন্যান্য ব্যাটালিয়নের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেটা ইদলিবে, হালাবে, লাটাকিয়ায় অথবা হামাহতে, যেখানেই হোক? সে বলল, "আমরা তাদের সাথে একত্রীত হয়ে পরিকল্পনা করেছিলাম এবং দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এর (দাওলাহ) নীতির সুযোগ নিয়েছিলাম"।

জাওলানির যোদ্ধার সাহাওয়াতের শাখা

দাবিকঃ দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধের শুরুর দিকে জাওলানি ফ্রন্টের সাধারণ সৈন্যদের অবস্থান কি ছিল? তা কি জাওলানি ও তার কাছের ব্যক্তিবর্গের অবস্থান থেকে আলাদা ছিল?

আবু সামিরঃ আবু আব্বাস আদ-দারির আমাকে একটা ঘটনা বলেছিল, যা থেকে এটা স্পষ্ট হয়। সে আল-খাইরে গিয়েছিল আবু মারিয়া কেন দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য নতুন বাহিনী পাঠানোতে দেরি করছে, তার অনুসন্ধান করতে, কেননা আবু মারিয়া ওয়াদা করেছিল যে, সে আর-রাক্কাহতে দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য শত শত যোদ্ধা ও বহরের পর বহর -বা যেরকম সে দাবী করছিল- তা পাঠাবে। আল-হারারি যে সকল যুবকদের সংগ্রহ করেছিল তা গণনা করার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা মাত্র ষাট জন ছিল। তারপর আবু আব্বাস তাদেরকে নিয়ে দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হল কিন্তু পথিমধ্যে এমন কিছু ঘটলো যার কারণে সব নস্যাৎ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন যোদ্ধা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল, যেখানে দাওলাতুল ইসলামের পতাকা অঙ্কিত ছিল। তারপর সে চিৎকার করে বলল, "দাওলাতুল ইসলাম বাক্বিয়া (টিকে থাকবে)"! তখন আবু আব্বাস গাড়ি বহরকে থামাল এবং ঐ সৈন্যকে বলল, "তুমি এসব কি বলছ?" সে বলল, "দাওলাতুল ইসলাম টিকে থাকবে। এরা আমাদের ভাই"। সে তাকে বলল, "তুমি কি জান না যে তোমরা কোথায় যাচ্ছ"? সে বলল, "আমরা জানি না"। সে বলল, "কিভাবে তোমরা জান না? তোমরা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ। আবু মারিয়া কি তোমাদেরকে তা বলে নি?" সৈন্যরা বলল, "আমরা দাওলাতুল ইসলামের সাথে লড়াই করতে চাই না এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা রাজি না। তারা আমাদেরকে বলেছে যে, আমরা ১৭তম ডিভিশনে রিবাতের জন্য যাচ্ছি"। এই ঘটনার মাধ্যমে আমি পূর্ব অঞ্চলে আবু মারিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হই, এমনকি তারা তাদের নিজেদের সৈন্যদের সাথে প্রতারণা করেছে, যাতে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও যুদ্ধ বাস্তবায়ন করা যায়।[৩]

দাবিকঃ যে দলগুলো দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের সৈন্যদের অবস্থান কি ছিল? তারা কি তাদের নেতাদের মত দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি ছিল?

আবু সামিরঃ তথাকথিত "ইসলামি" দলগুলোর বেশিরভাগ সৈন্যরা যারা দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করেছে, তারা ঐ সময় এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সম্মত ছিল না। আমার একটা ঘটনা মনে আছে, যা এই বিষয়কে পরিষ্কার করবে। জাওলানি আমাকে বলল যে আহরার আশ-শাম "দি ক্রাইসিস সেল" গঠন করেছে এবং তা গঠন করা হয়েছে আবু আলী তায়বাহ, আবু যায়েদ আশ-শা'রি, আবু জামিল কুতব,

---

২ সম্পাদকের নোট: একজন সিরিয়ান ব্যক্তি আবু সা'আদ আল-হাদরামি দাওলাতুল ইসলামের উলাইয়াত আর-রাক্কাহ'র একটি ডিপার্টমেন্টের কিছু গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তথ্যগুলো নিয়ে সে "মিত্রতার ইংগিত" স্বরূপ ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ও সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশনের কয়েকটি দলকে দিয়েছিল, তাদেরকে জাওলানি ফ্রন্টে যোগ দিতে আশ্বস্ত করার জন্য। যখন দাওলাতুল ইসলাম বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল, তারা তাকে গ্রেফতার করেছিল। তারপর শরিয়াহ আদালত তার বিষয়টি খতিয়ে দেখে তার এই কাজ ও আরও অন্যান্য কাজগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করা হিসেবে রায় দিয়েছিল। ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, আল-হারামির সৈন্যরা- আবু ঈসা আর-রাক্কাহ এবং তার দল (লিওয়া থুওয়ার আর-রাক্কাহ)- এখন আইন আল-ইসলামে নাস্তিক কুর্দি ও ক্রুসেডারদের সাথে মিলে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

৩ সম্পাদকের নোট: এটা সাহাওয়াত শুরু হওয়ার সময়ের কথা। কিন্তু ওসবের পর তাদের সৈন্যদের মধ্যে যাদের হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণও কল্যাণ ছিল তারা তাদেরকে ছেড়ে দাওলাতুল ইসলামের কাতারে এসে যোগ দিয়েছিল, কেউ বাকি ছিলনা তারা ছাড়া যাদের হৃদয়গুলো ইরজা আর হিজবিয়্যায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং এমনকি যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের প্রতি ওয়ালা পর্যন্ত প্রদর্শন করে!

আবু আনাস সারাক্বিব এবং আবুল খায়েরকে নিয়ে। তাদের কোন একটা নামের ব্যাপারে আমার ভুল হতে পারে কিন্তু তাদের চার জনের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এই “ক্রাইসিস সেল” আসলো এবং জাওলানির সাথে সাক্ষাৎ করল। আমি তাকে বললাম, “কি কারণে তারা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিল”? সে বলল, “তারা আমাকে দাওলাতুল ইসলামের কুফরের ব্যাপারে রাজি করাতে এসেছিল এবং এই সংগঠন (দাওলাতুল ইসলাম) শামে রাফিদাদের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইরানের জন্য কাজ করছিল এবং তারা ইরানি ষড়যন্ত্রের অংশ”। জাওলানি দাবী করল যে, সে তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং বলেছে, “এটা যৌক্তিক নয়”। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে চাপাচাপি করছিল এবং চাচ্ছিল যে, এই ফতোয়ার মাধ্যমে তাদের সৈন্যদেরকে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি করাতে, কেননা তাদের বেশিরভাগ সৈন্যরা দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করতে রাজি ছিল না এবং ঐ ধরনের অভিযান প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের নেতারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তাদের সৈন্যদের রাজি করানোর অজুহাত খুঁজছিল, তাই তারা দাওলাতুল ইসলামের উপর কুফরের হুকুম জারি করার জোর প্রচেষ্টা চালাল এবং এর নাম দিল “রাজনৈতিক তাকফির”।[৪]

দাবিকঃ এখনও কিছু লোক মনে করেন যে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এই দলগুলোর চুক্তি ছিল “কাকতালীয়”। এটা কি ঠিক?

আবু সামিরঃ এটা ঠিক নয়। পাগলের মত এই সৈন্য সমাবেশ কাকতালীয় ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি এবং অন্যান্য ব্যাটালিয়ন এমনকি জাবহাত আন-নুসরার ক্ষেত্রে, যখন তারা কোন মিলিটারি অপারেশন করতে যায়- যদিও তা খুব গোপনীয় হয় তারপরেও এটার পরিকল্পনা করার জন্য, একে সংগঠিত করার জন্য এবং ঐ বিষয়ে প্রত্যেক সদস্যের কি কি ভূমিকা থাকবে তার ব্যাপারে রাজি হওয়ার জন্য অনেক দিন ও অনেক মিটিং এর প্রয়োজন হয়। যেহেতু তারা দাবী করেছে এবং বলেছে, যেমনটি আল-মুহাইসিনিও দাবী করেছে যে, এই ঘটনা একদিন ও রাতের মধ্যে কাকতালীয় ভাবে ঘটেছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং বাস্তবতা বলে যে, ঐ ঘটনা ঘটেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশ্চিমা বিশ্ব, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি এবং আরও অনেক দলের সহযোগিতার মাধ্যমে। এটা সম্ভব নয় যে প্রত্যেক দল এই পথে একই সময়ে ও একই দিনে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে।

দাবিকঃ আপনি কি এমন কোন নির্দিষ্ট অভিযান দেখেছেন যা জাওলানি ফ্রন্ট অর্জন করতে চেষ্টা করছিল?

আবু সামিরঃ শামে এই দলগুলোর অভিযান হাকিমিয়্যার অর্থ বিকৃত করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং এটা এ যুগের (সবচেয়ে ভয়ংকর) ফিতনা। আল্লাহর আইন “আদালত” নামের শুধু একটা বিল্ডিং নয়! আল্লাহর আইন ও তাঁর শরিয়াহ অনেক ব্যাপক

জাতীয়তাবাদী “ইসলামিক ফ্রন্টের” ঘোষণা সভা

এবং এর থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। আল্লাহর শরিয়াহ এর অর্থ এখন বিকৃত হয়ে গেছে এবং কোর্টের প্রাধান্য ও কমিটির সালিশ বোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এই ভুল বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত হচ্ছে যে, এখানেই আল্লাহর আইন রয়েছে। অথচ একটি রাষ্ট্র ও একজন আমীর ছাড়া আল্লাহর আইন সম্ভব নয়, যিনি (আমীর) সাধারণ জনগণের উপর আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবেন এবং তাদেরকে শরিয়াহ অনুসারে পরিচালিত করবেন।[৫] আমার এখনও মনে আছে, যখন সিরিয়ার সবচেয়ে বড় মডারেট (!) "ইসলামিক"

---

৪ সম্পাদকের নোট: যখন সৈন্যবাহিনীগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং মুহাজিরিন আর আনসার-গণ শরিয়ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা করলো এবং পথভ্রষ্টরা আর মুনাফিকরা শরিয়তের আইন দ্বারা যারা বিচার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহযোগিতা করলো, তখন "ইসলামিক ফ্রন্টে"র অনেক সৈনিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল এবং দ্রুত দাওলাতুল ইসলামের কাছে বাইয়াহ দিল। এই মুহূর্তে "ইসলামিক ফ্রন্ট" এর সৈনিকদের অবস্থা জাওলানি ফ্রন্টের সৈনিকদের অবস্থার চাইতে ভিন্ন কিছু নয়। তারা অন্যান্য দলগুলোকে (যারা শরিয়তকে বাধা দেয় এবং সাহাওয়াত জোটে যোগ দিয়েছে) রক্ষার্থে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এমনভাবে পাল্লা দেয় যেন নিজেদেরকে রক্ষা করছে। আর এটি জাওলানির অনেকগুলো বিশ্বাসঘাতকতার একটি। যখন তার কাছে এই মিথ্যাচার পেশ করা হল, একে অস্বীকার করার পরিবর্তে সে তাদেরকে বলল তাদের এই দাবী যৌক্তিক নয় এবং সৈন্যরা এটা বিশ্বাস করবেনা। এর চেয়েও খারাপ হল, সে তাদের "ইসলামিক" ফ্রন্টের সহযোগিতায় ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল!

৫ সম্পাদকের নোট: প্রেস স্টেটমেন্ট আর সংগঠনের নামের সংশয়টা হল কোর্ট আর কমিটির সংশয়ের মত। যেমন, তুরস্কে বিরোধী দলের অধিবেশনে শামিয়্যাহ ফ্রন্ট তার পলিটিকাল ও মিডিয়া অফিস প্রধান জাকারিয়া মালাহিফজির মাধ্যমে কুফরি ঘোষণা করে(আমরা দাবিকের ৮ম সংখ্যায় "শামে আল-কায়েদার মিত্ররা" সিরিজের ২য় অংশে তার বক্তব্য তুলে ধরেছি)। কিন্তু পরবর্তীতে এটি তার প্রেস স্টেটমেন্টে শরিয়ত দ্বারা বিচার করা এবং শরিয়তি রাষ্ট্র কায়েম করার লক্ষে কাজ করছে বলে দাবী করে। কিন্তু তাদের শার'ই কমিটির ধারাগুলোতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তারা সিরিয়ার সকল সম্প্রদায়গুলোকে একইভাবে গ্রহণ করবে। তাহলে এই লোকগুলোর মতে নুসাইরিয়্যা, ড্রুজ, রাফিদা আর ইসমাইলিয়্যাদের ভাগ্যে জাতীয়তাবাদী ভ্রাতৃত্ব ছাড়া আর কি আছে? শামের সস্তা স্লোগান যেমন, "আনসার আল-শারিয়াহ"র মত; তারা শরিয়ত বাস্তবায়ন করেনি আর না তারা ধর্মের খাতিরে কোন শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করেছে, শুধুমাত্র "রেভোলিউশনের" শত্রুদের প্রতিই তাদের বিদ্বেষ। আর অন্যান্য যারা শরিয়তকে বাধা দেয় তারা তাদের মিত্র। তারা নিজেদেরকে বোমায় বেধে উড়িয়ে দেয় "ফাইলাক আশ-শাম(সালমান আল-সালুলের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছে)" এর মত বিস্তার লাভ করে জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। এভাবেই, জেনে হোক আর না জেনে, তারা তাগুত সালমানের জন্য শামে একটি অবস্থান তৈরি করেছে। তাদের সমস্যাটা হল তারা শরিয়তের সাথে সম্পৃক্ততার ঘোষণা দেয় কিন্তু শরিয়তের আইনগুলো বাস্তবায়ন করেনা, যেমন, যাকাত উসুল করা, জিজিয়াকর আরোপ করা, মুরতাদদের তওবা করানো এবং হুদুদ বাস্তবায়ন করা, যদিও ইদলিব ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে তা বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা তাদের রয়েছে।

আইমান আল জাওয়াহিরি, একজন নেতা যার কোন বাস্তক কর্তৃত্ব নেই

ব্রিগেডগুলো "ইসলামিক ফ্রন্ট" গঠনের ঘোষণা দেয়। তখন আমি জাওলানি কে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি যদি দাওলাতুল ইসলামের লক্ষ্য এবং পৃথিবীতে এর আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার করা এবং মানুষকে এই আইনের শাসনাধিকারে আনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনি কেন "ইসলামিক ফ্রন্ট" এবং জাওয়াহিরির প্রজেক্টে যোগদান করছেন না?" সে বলল "ডাঃ আইমানের চেয়ে এই রণক্ষেত্রটি আমি ভাল চিনি এবং আমরা "ইসলামিক ফ্রন্টের" নীতি এবং মানহাজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই। এই কারণে আমরা ডাঃ আইমানকে জানিয়েছি যে, আমরা কখনো তাদের সাথে যোগ দিব না।" তখন আমি তাকে বললাম, "এর মাধ্যমে এই রণক্ষেত্রে আপনি তৃতীয় একটি প্রজেক্ট ঘোষণা করছেন, তো সেটি কি? দাওলাতুল ইসলামের লক্ষ্য এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করাও আপনি পছন্দ করছেন না, আবার জনসমর্থন প্রজেক্টটি এবং অন্যান্য দলগুলোর

আবু খালিদ আস-সুরি, জাতীয়তাবাদী "ইসলামিক ফ্রন্টের" প্রাক্তন নেতা

ঘাঁটিতে যোগদান করা আপনি পছন্দ করছেন না। তাহলে আপনার এই তৃতীয় প্রজেক্টটি কি?" সে নীরব থাকল এবং আমি তার কাছ থেকে কোন উত্তর পাই নি। কিন্তু পরে সে বলেছিল, "আমরা জনসমর্থন বিষয়টিকে সংশোধন করার চেষ্টা করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মানহাজে এবং যথাযথ পলিটিকাল ওরিয়েন্টেশনে মধ্যে থাকে।"

এটা ঐ সময় যখন জাওয়াহিরি তিনটি চিঠি প্রেরণ করেন, দুটি আহরার আশ শামের জন্য আবু খালিদ আস সুরির প্রতি এবং একটি জাওলানিকে উদ্দেশ্য করে। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এই রকম যে, জাওয়াহিরি "জাবহাত আন-নুসরা" কে "ইসলামিক ফ্রন্টে" যোগ দেওয়ার আহবান জানান এবং এই জামায়াতে যোগ দিতে দেরী করার নিন্দা করেন। তখন আমি জাওলানির কাছ থেকে তার জবাব কি জানতে চেয়েছিলাম, সে বলেছিল "আমি এতে শর্তাবলী ছাড়া রাজি হবো না।" আমি তাকে বললাম "সেগুলো কি?" সে বলল "জাহরান আল্লুশ এবং 'জাইশ আল ইসলাম' কে এই সংগঠন ত্যাগ করতে হবে।" [৬] আমি তাকে বললাম "আরও কিছু?" সে বলল যে, 'ইসলামিক ফ্রন্ট' গঠিত হয়েছে একজন জেনারেল ডিরেক্টর, একজন শার'ই সুপারভাইজার এবং একজন এক্সটারনাল পলিটিকাল অফিসিয়াল যিনি এর হয়ে কথা বলেন, তিনি হলেন আবু আব্দিল্লাহ আল হাময়ী। সে চাইত যে, একজনের পরিবর্তে তিনজন ব্যক্তি বিদেশী প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করুক। তখন আমি তাকে বললাম "আপনি কি তাহলে তাওয়াগিত রাজনীতিবিদদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান?" জবাবে সে বলল, "হ্যাঁ, এতে কি সমস্যা আছে?" এবং সে বলল "পাকিস্তান এবং কাতারের সাথে তালিবানের বসা এবং কাতারে এর একটি অফিস খুলার বিষয়টি কি আপনি দেখেন নি এবং শোনেন নি?" সে তালিবান এবং তাদের কাজগুলোর উদ্ধৃতি দিতে চাইছিল, যেন পরবর্তীকালে সেও একই কাজ করতে পারে, বিশেষত মোল্লা ওমরের কাছে জাওয়াহিরির বাইয়াহ প্রদানের দাবি করার পর থেকে। মূলত সে বুঝাতে চেয়েছিল যে যদি "আমাদের আমীর" এটা করতে পারে, তাহলে আমরা কেন একই কাজ করতে পারবো না?

দাবিকঃ তাহলে জাওলানি ফ্রন্ট এখন কোন পথে চলছে?

আবু সামিরঃ বাস্তবতা হলো যে, "জাবহাত আন-নুসরা"র স্বচ্ছ বৈশিষ্ট্যময় নির্দিষ্ট একটি পথ বা প্রজেক্ট নেই। এই কারণে এবং এই অনিষ্টকর বৈশ্বিক

---

(৬) সম্পাদকের নোট: জাওলানি জাহরান আল্লুশের সাথে "জাইশ আল-ইসলাম" এরও সম্মানহানি করে এবং "ইসলামিক ফ্রন্ট" এ তাদের উপস্থিতি তার জন্য তাতে যোগদানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু পরে জাহরান আল্লুশ ও তার আর্মির উপস্থিতি সত্ত্বেও সে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে "ইসলামিক ফ্রন্টে" যোগ দেয়।

ফন্দিগুলোর ছায়ায় এবং সঠিক মানহাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, সেই সাথে এর অনুসারীদেরকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস এবং অন্য অরিয়েন্টেশন সমূহের সাথে মানিয়ে চলার কারণে আজ আমরা দেখছি "জাবহাত আন-নুসরা" কার্যকরী ভাবে ঐ অনিষ্টকর মিশনে যোগ দিয়েছে এবং নিজেকে এটাতে গভীরভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। "জাবহাত আন-নুসরা"র মানহাজগত পরিবর্তন একে আঞ্চলিক রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়েছে। তার সাথে, ছায়ার মতো অবস্থান করে তা তার কোন অবস্থানের উপরই পরিষ্কার এবং অবিচল নেই, যা এর সাংগঠনিক বিন্যাসকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং এর পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তাই অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত প্রভাব সমূহ "জাবহাহ"-কে পরিবর্তন করে ফেলেছে।

"জাবহাত আন-নুসরা"র ভেঙ্গে পড়ার চিত্র সমূহের একটি হলো যে, তারা দাওলাতুল ইসলামের কাজগুলোর নিন্দা করে অথচ বাস্তবতা তাদেরকে ঐ কাজগুলোই করতে বাধ্য করে, কারণ দাওলাতুল ইসলাম সংহতির যে পথে চলে, তা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অনুরূপভাবে, তাদের জোটবদ্ধ দলগুলোর ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থান একই। উদাহরণস্বরূপ, তারা দাওলাতুল ইসলামের নিন্দা করে "ইসলামিক ফ্রন্ট" কে তাকফির করার জন্য, অথচ তাদের শার'ই আবু

সেক্যুলার এফএসএ
এবং তাদের সমর্থক

মুহাম্মদ (আবু আব্দিল্লাহ আশ-শামী) ইতিপূর্বে "ইসলামিক ফ্রন্ট"কে "ভবিষ্যৎ হামাস" (হামাসের ভ্রান্ত আক্বীদাহ এবং তাদের মানবরচিত আইনগুলোর দিকে ইংগিত করে) আখ্যায়িত করেছিল। তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সেই সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখে। এটা এজন্যে যে, সে একসময় তাদের একজন ছিল এবং তার তিন ভাই আহরার আশ-শামের নেতা, তাদের মধ্যে তার ভাই আবুল খায়ের, যে কিনা আবু আব্দিল্লাহ আল-হাময়ী এর সহকারী ছিল, সেই বিখ্যাত বিস্ফোরণে তারা একইসাথে নিহত হয়। সে তাদেরকে "ভবিষ্যৎ হামাস" হিসেবে আখ্যায়িত করত! জাওলানি নিজেই আমাকে বলেছিল যে, "আহরার আশ-শাম হল ভবিষ্যতের সাহাওয়াত, কিন্তু দাওলাতুল ইসলাম তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে অনেক তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে"![৭]

ইদলিবে "জাবহাহ" ফ্রি সিরিয়ান আর্মির সম্পদ আর অস্ত্র হালাল গণ্য করার পর একবার জাওলানিকে আমি তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, "আপনি কি তাদেরকে তাকফির করছেন?" সে বলল "হ্যাঁ।"[৮] আমি একেবারেই আশ্চর্যান্বিত হই নি, যেহেতু তার সমাবেশে মুরতাদ ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে আমরা সবাই তাকফির করতাম। আমি তাকে বললাম "তাহলে কেন আপনি দাওলাতুল ইসলাম যেভাবে হায়্যানি, জাজারাহ এবং ফ্রি সিরিয়ান আর্মির অন্য ব্রিগেডগুলোকে সামলালো এবং এর নীতির নিন্দা করছেন? অন্য সময় আপনি এর নিন্দা করলেন এবং দাবী করলেন যে এই নীতিই হালাব, হামা, এবং লাটাকিয়ায় দলগুলোর যুদ্ধ এবং ফিতনার কারণ অথচ আজ আপনি নিজেও সেই একই কাজই করছেন।"

নেতৃবৃন্দের মধ্যে এইসকল আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও তাদের বাস্তবতা তাদের বক্তব্যের বিপরীত, যা তারা জনসম্মুখে প্রচার করে না। শুধুমাত্র তাদের অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা এবং সমঝোতার কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে "জাবহাত আন-নুসরা"র শ্লোগান অগভীর এবং অনুপযোগী হয়ে পড়েছে যা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন।

মানুষের মাঝে দাওয়াহ, হকের স্বচ্ছতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ববোধ কোথায়? আমাদের কি লোকদেরকে সঠিক বিশ্বাসের দিকে ডাকা এবং পৃথিবীকে তাগুতদের রাজত্ব থেকে মুক্ত করার কথা নয়? আমরা যেন আপোষ করতে পারি (!) এই উদ্দেশ্যে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করা, ব্যবহার করা এবং শোষণ করার চেয়ে লোকদের হৃদয় সমূহকে মুক্ত করা এবং তাদেরকে শিরক থেকে মুক্ত করা কি আমাদের কর্তব্য নয়? তাদেরকে বিপথগামী করা এবং তারা যে ভ্রান্তির উপর রয়েছে সে সম্পর্কে নীরব থাকা আর তোষামোদির দ্বারা "জাবহাত আন-নুসরা" মনে করে যে, তাদের এই নীতির ফলাফল হলো এই যে, তারা শামের রণক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু ভবিষ্যৎ এর বিপরীতটাই প্রমাণ করবে। হয়ত ইতিমধ্যেই এই বিষয় গুলোর আলামত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, "জাইশ আল-ফাতাহ" ঘোষণার দ্বারা এবং পূর্ব গুঁতায় আর দামেস্কের দক্ষিণে জাবহাতের বিলীন হয়ে যাওয়ার দ্বারা। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে আফগানিস্তানের ঘটনা সমূহ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান, এমন যে কারো কাছে

---

৭ সম্পাদকের নোট: আহরার আশ-শাম ছিল "ভবিষ্যতের সাহাওয়াত" কিন্তু সে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করেছিল!

৮ সম্পাদকের নোট: এটা হল জাওলানির বিশ্বাসঘাতকতাগুলোর মধ্য হতে। সে ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে তাকফির করে অথচ সে ফ্রি সিরিয়ান আর্মি সহ বিভিন্ন দলের সাথে একত্রিত হয় বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য! পরে সে এবং তার সিনিয়র নেতারা- যেমন আহমাদ জাক্কুর, আবু মারিয়া আল-হারারি, হাম্মাউদাহ প্রমুখ- মুরতাদ ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে!

অপ্রকাশিত নয়।

দাবিকঃ অন্য কেউ কি আপনার মত একই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করত? সেখানে কি এমন কেউ আছে যে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল?

আবু সামিরঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এবং আমি দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করার আগে যা দেখেছি তা আপনাকে বলবো। যখন আমি জাওলানি ফ্রন্ট ছেড়ে ঘটনাপ্রবাহের উপর মনোনিবেশ করলাম, আমি যা দেখলাম এবং শুনলাম তাতে দাওলাতুল ইসলামে ফিরে যেতে মনস্থির করলাম কারণ আমি দাওলাতুল ইসলামের-ই একজন সন্তান। ঐ সন্ধিক্ষণে, জাওলানি ফ্রন্ট ছেড়ে দেওয়ার পর আমি নিজে যা দেখেছি তার সাক্ষ্য প্রকাশ এবং আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজেকে দায়মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি দুজন মানুষকে সম্বোধন করেছিলাম। "জাবহাত আন-নুসরা"র দুজন উপদেষ্টা ও নেতার সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। তাদের একজন "জাবহাত আন-নুসরা"র মধ্যে সুপরিচিত আইমান আল জাওয়াহিরির প্রতিনিধি। তিনিই শামের যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাপ্রবাহ জাওয়াহিরির কাছে প্রেরণ করেন এবং তার সাথে কথা বলেন। একটি মিটিংয়ে যখন আমি তার সাথে বসলাম যেটা প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে চলল, আমি জাওলানির ইতিহাস ও কাজকর্ম, শুরা কাউন্সিলের এবং যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে আমার মতামত আমি তার কাছে বর্ণনা করলাম।

তিনি আমাকে বললেন, "হে আমার সম্মানিত ভাই, আপনি যা বলেছেন তার চেয়ে আমরা বেশি জানি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা আপনার চেয়ে বেশি সংগ্রহ করেছি।" তখন আমি একটা ধাক্কা খেলাম! তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন আমার কাছে তার চাইতে বেশি আছে।" আমি তাকে বললাম, "সুবহানাল্লাহ! বিচার দিবসে এটা আপনার বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ হবে! ভালোকথা, এই যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন, সেগুলো সম্পর্কে আপনার কি করা উচিত? জাওলানি এবং তার শুরা কাউন্সিল আর আমার মধ্যেকার ইতিহাস, বাস্তব ঘটনা ও গল্প এবং এর উপর আমার মতামত আমার সাথে রয়েছে এবং আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর আমার এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করেছি অথচ আপনি বলছেন আপনি এই বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জানেন, তাহলে আপনার কি করা উচিত মনে করেন?" তিনি বললেন, "এই মুহূর্তে আমরা একটি সমন্বয়কারী পরিষদ এবং আপনি যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো সংশোধন করার লক্ষে এগুচ্ছি এবং আমরা এই কাঠামোর সংস্কারসাধনে কাজ করছি।" আমি তাকে বললাম, "সুবহানাল্লাহ! এটা কি একটা 'কোট হ্যাংগার' (কাপড় ঝুলানোর হ্যাংগার) যার উপর আপনি আপনার অবস্থান ঝুলিয়ে রাখেন? কারণ আমার জানামতে একজন সংস্কারকের সন্দেহাতীতভাবে একটি সময় সীমা অথবা মাল্টি স্টেজ প্রজেক্ট থাকা উচিত যার উপর ভিত্তি করে তিনি সংস্কার এবং পরিবর্তন করেন। অতএব কোন পরিবর্তন কি আপনি দেখতে পান? কোন পরিবর্তন আনতে আপনি কি নিজেকে সক্ষম মনে করেন?"

জাওলানির ইদলিবে দেওয়া তার বিখ্যাত ভাষণে "ইমারত" ঘোষণা করার গল্পটি যখন সে উল্লেখ করল তা আমাকে আরও বেশি আলোড়িত করে। প্রথমত সে কারও সাথে পরামর্শ করেনি, না জাওয়াহিরির প্রতিনিধির সাথে আর না তাদের সাথে যাদেরকে সে বিশ্বাস করে । জাওলানি জাওয়াহিরির প্রতিনিধি এবং আল-মুহাইসিনিকে তার সেই ভাষণে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করেছিল যেখানে সে "গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা" ঘোষণা করতে যাচ্ছিল! তারা এটা জানত না যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা কি এবং জাওয়াহিরির প্রতিনিধি আমাকে অক্ষরে অক্ষরে বলল, "জাওলানি আমাকে দিয়ে ভাষণটি পাঠ করিয়ে যেটাতে আমি ইমারত গঠনের এবং এই ধরনের কথা বলেছিলাম, আমার উপস্থিতির ফায়দা নিতে চেয়েছিল।" তারপর সে বলল, "আমি এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম কারণ সে আমার সাথে পরামর্শ করেনি এবং এই ব্যাপারে পূর্বে আমাকে কিছুই বলেনি।" কিন্তু আল-মুহাইসিনি, যে "জাবহাত আন-নুসরা"র সদস্য নয়, আর না সে "জাবহাত আন-নুসরা" কে বাইয়াহ দিয়েছে, তাদের কথিত "ইসলামিক ইমারত" ঘোষণার ফলে এমন একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল যার ফলে প্রচুর পরিমাণে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনিত হল।

আমি তাকে বললাম, "আপনি তাহলে কিভাবে বলেন যে আপনি সংস্কারকের একটি অংশ এবং আপনি সংস্কার করতে যাচ্ছেন, অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে আপনার সাথে পরামর্শ পর্যন্ত করা হয়নি?! আপনি কিভাবে পরিবর্তন আনবেন যখন আপনার উপস্থিতিকেই অগ্রাহ্য করা হয়?" তিনি বললেন, "আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি, আমরা সংস্কারের চেষ্টা করছি ।" তিনি পরাজয় এবং নতি স্বীকার করার সুরে এটা বললেন । অতএব আমি তাকে বললাম, "হে আমার সম্মানিত ভাই, আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে বলছি, আপনি বাস্তবতা সম্পর্কে জাওয়াহিরিকে কেন অবহিত করছেন না?" তিনি জবাবে বললেন, "কে বলেছে যে আমি তাকে অবহিত করিনি?"

অতঃপর আমি বললাম, "আল্লাহু আকবার! তার প্রতিক্রিয়া কি ছিল?" তখন তিনি আমার কাছে স্বীকার করলেন যে জাওয়াহিরির কোনকিছু করার ক্ষমতা নেই!" ফলে আমি তাকবীর দিলাম এবং শুকরিয়াস্বরুপ আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পরলাম এবং বললাম, "সুবহানাল্লাহ, যদি

জাওয়াহিরির নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে সে কোন ধরনের একটি সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে! সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টির প্রভু! যে সংগঠনের নেতৃত্বের এর উপর নিয়ন্ত্রণ নেই এমন সংগঠন থেকে আমি নিজেকে নির্দোষ দাবি করছি। এভাবেই আমার "জাবহাত আন-নুসরা" বর্জন করার প্রত্যয় বেড়ে গেল । এটা নিছক পাড়া-মহল্লার দলবাজির চেয়ে বড় কিছুই নয়। প্রত্যেক নেতার নিজস্ব একটা পাড়া-মহল্লা আছে। এটা হল আমার কাছে দেয়া আইমান জাওয়াহিরির প্রতিনিধির সাক্ষ্য।[৯]

---

৯ সম্পাদকের নোট: দ্বিতীয় লোকটি যার গল্প ভাই উল্লেখ করেছিলেন, তিনিও জাওলানির শুরা কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন; তিনি তা থেকে তওবা করেছিলেন পূর্বে যার উপর তিনি ছিলেন এবং দাওলাতুল ইসলামে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি জাওলানির উপর তাকফির করেছিলেন কিছু বিষয়ের জন্য যা তিনি নিজে দেখেছিলেন তাকে ছেড়ে আসার আগে। সেই সাথে তিনি আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার সাথে সংগতি রেখে জাওলানি তার সামনে আল-বাদিয়্যাহর দিক দিয়ে আর-রাক্কাহ শহর আক্রমণ করার একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিল যেন দাওলাতুল ইসলামের নতুন যুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করাকে কাজে লাগাতে পারে!